দৈ ক ইনকিলাব

তারিখ 29 OCT 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

001

শিক্ষাঙ্গনে

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা

আমরা এমন ধরনের শিক্ষা চাই যা আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে একটি আত্ম নির্ভরশীল পূর্ণাঙ্গ স্বাধীন দেশ হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করে। এবং দেশে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলেই যেন উক্ত লক্ষ্য ও আদর্শ অনুযায়ী শিক্ষিত হয়ে নিজ নিজ কর্তব্য পালন করতে পারেন।

আমরা চাই সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা। যাতে এ দেশের প্রতিটি মানুষ শিক্ষার সুযোগ পায়। যে শ্রমিক কারখানায় কাজ করে, যে কৃষক জমিতে ফসল ফলায়, যে মজুর মেহনতের কাজ করে, তাদের সকরে স্বার্থে সর্বোপরি দেশের স্বার্থে তাদের সকলেরই শিক্ষা গ্রহণ করার প্রয়োজন আছে।

তাই এ শিক্ষা ব্যবস্থার পাঠ্য সূচই হতে হব এদেশেরই চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী। কৃষি, শিল্প, ব্যবসা, প্রশাসন সকল ক্ষেত্রেই দেশীয় উপযোগী পদ্ধতি প্রবর্তন করতে হবে। দেশের অর্থনীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরিকল্পনা ও শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা দরকার। নিজস্ব ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও সভ্যতার ভিত্তিতে জাতীয় চেতনার মূল্যবোধ গড়ে তুলার বিষয়বস্তু পাঠ্যসূচীতে সংযোজিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সকল গবেষণার ভিত্তি ও বিষয়বস্তু হবে এদেশের মানুষ, সম্পদ ও প্রকৃতি। তবে এক্ষেত্রে ইসলামী ভাবধারাকে বিসর্জন দিলে চলবে না।

পুথি সর্বস্ব কাল্পনিক শিক্ষা নয়, হাতে-কলমে ব্যবহারিক শিক্ষা পদ্ধতি পরিপূর্ণভাবে চালু করা প্রয়োজন। জ্ঞানের উৎস শুধু বই ও শিক্ষাঙ্গন নয়, দেশের মানুষ ও প্রকৃতির সাথে পরিচিত হয়ে সরাসরি জ্ঞান অর্জনের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। উৎপাদনমুখি শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে বাংলা ভাষাকে সকল শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে রূপায়িত করাই উত্তম। মাদ্রাসা শিক্ষাকে বিজ্ঞান ভিত্তিক ও উৎপাদনমুখী করার প্রয়োজন রয়েছে। শিক্ষা সামগ্রী যেমন বই, খাতা, কালি, কলম ইত্যাদির মূল্য প্রয়োজনে ভর্তুকি দিয়ে কমাতে হবে। দশম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা সামগ্রীর জন্য এ সুযোগ দিলে গরীব কৃষক পিতার ছেলেদের শিক্ষায় উৎসাহী করে তোলা সম্ভব হবে। মাধ্যমিক স্তর থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসিক ব্যবস্থাসহ লাইব্রেরী, গবেষণা ও খেলাধুলার সুযোগ ও সরঞ্জাম বাড়াতে হবে। দেশে প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্কুল কলেজ ও মাদ্রাসা রেখে তার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে।

প্রকৌশল, মেডিকেল, কৃষিসহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি সমস্যার আশু সমাধান করার প্রয়োজন। এ ছাড়াও শিক্ষাঙ্গনে নানাবিধ সংকট থাকবে। তা রাতারাতী দূর করা সম্ভব নয়। তবে উল্লেখিত সমস্যার মোটামুটি সমাধান নিশ্চিত করে অন্যান্য সমস্যার দিকে পর্যায়ক্রমে দৃষ্টি দিলে দেশের শিক্ষাঙ্গনের সার্বিক অবস্থার উন্নতি অবশ্যই ঘটবে বলে আশা করা যায়।

—শামীম আজাদ আনোয়ার।